সমকাল

তারিখ 08 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের দাবি বিবেচনা করুন

বৃহস্পতিবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা বেতন বৈষম্য দূর, শতভাগ পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তারা মানববন্ধন এবং জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। শিক্ষকরা ঢাকাতেও এমন একটি কর্মসূচি পালন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুমতি না মেলায় তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রায় তিন লাখ শিক্ষক রয়েছেন। তাদের বেশিরভাগ নারী। সচ্ছল জনগোষ্ঠীর সামান্য অংশই তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে উৎসাহ দেখায়। এর প্রধান কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। সমাজের এই অংশের জন্য উপযুক্ত বিকল্প রয়েছে- ইংরেজি মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেন কিংবা বাংলা মাধ্যমের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ সরকারিভাবেই করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বই পায় বিনামূল্যে। তাহলে মানসম্পন্ন শিক্ষা কেন মিলবে না? এর একটি কারণ হিসেবে বলা হয়, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খুব কম। এ বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সহকারী শিক্ষক পদে যারা দায়িত্ব পালন করেন তাদের অনেকেরই স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে। তদুপরি রয়েছে শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ। কিন্তু বেতন-ভাতার পরিমাণ সরকারি অফিসের পিয়ন-দারোয়ানের চেয়েও এমনকি কম হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কর্মজীবনে শিক্ষকতা পেশা বেছে নেবে না, এমনটিই স্বাভাবিক। সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতেই হবে। তবে আপাতত সহকারী শিক্ষকদের দাবি- ১১তম গ্রেডে অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচের বেতন স্কেল। বর্তমানে রয়েছে দুই ধাপ নিচের স্কেল। ২০০৯ সাল থেকে তাদের পদোন্নতি বন্ধ। এ সমস্যারও সমাধান চাইছেন শিক্ষকরা। নামমাত্র বেতনে সহকারী শিক্ষকের পেশা শুরু করে কর্মজীবনের ২৫-৩০ বছর একই 'মর্যাদায়' জীবন কাটাতে হলে শিক্ষাদানে উৎসাহ আদৌ থাকে না- এটাই কিন্তু বাস্তবতা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, তিন লাখ শিক্ষকের মাসে এক হাজার টাকা বেতন বাড়াতে হলে বছরে ৩৬০ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন পড়বে। শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ অনেক পরিমাণে না বাড়ালে এ সমস্যার কিন্তু সমাধান নেই।